International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2024; 6(4): 25-27
Received: 02-02-2024
Accepted: 06-03-2024

Sumana Das
Resource Person, Bengali Department, Mahatma Gandhi Government College, Andaman and Nicobar island, India

Corresponding Author:
Sumana Das
Resource Person, Bengali Department, Mahatma Gandhi Government College, West Bengal, India

শরৎচন্দ্র ছোটগল্পের প্রান্তিকও বঞ্চিত সমাজের নারী চরিত্র

Sumana Das

মুখবন্ধ

ভূমিক: বাংলা ছোট গল্পের সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দনাথে হাত ধরে। তিনি বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পে স্রষ্টা এবং শ্রেষ্ট শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প হলো 'ভিখারিনী' এরপর তিনি বহুল ছোটগল্প লিখেছেন যেমন 'করুনা', 'মুকুট', 'পোস্টমাস্টার', 'একরাত্রি' ,'শুভা ' প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অন্যতম সার্থক ছোটগলকার হলেন পল্লিসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তিনি শুধুমাত্র পল্লীসাহিত্যিক হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্ষ্যাতি অর্জন করেননি। ভারতবর্ষের সাহিত্যে যে কয়জন স্মরণীয় লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল তাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। তৎকালীন পল্লীসমাজকে তিনি যেভাবে তাঁর লেখনীতে চিত্রিত করেছিলেন তা তাকে অন্যানো লেখকের রচনা থেকে অনেক উচ্চস্থানে অধিষ্টিত করেছিল। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ গুলোর অসহায় , দরিদ্র জীবনযাত্রাকে তিনি যে ভাবে তাঁর রচনায় তুলেধরেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত অসাধারণ। সাধারণ বিষয় গুলোর যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তাঁর লেখায় পাওয়া যায় তা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে।তৎকালীন এবং সমসাময়িক সাহিত্য জগতে তাকে অমর কথাশিল্পী আক্ষায় ভুষিত করেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমস্ত লেখা গুলির মধ্যে তাঁর ছোটগল্প গুলি অনেক বেশি স্মরণীয় হয়ে আছে , তাঁর লেখা ছোটগল্পের মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল "রামের সুমতি" ,"মন্দির" , "মহেশ", " পন্ডিতমশাই" , "অনুপমার প্রেম" , "স্বামী" , "সতী "," অভাগীর স্বর্গ " , " আধারে আলো "প্রভৃতি এই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে কখনো ফুটে উঠেছে কোন এক দুস্টু গ্রাম্য বালকের কথা , আবার কখনো প্রকাশ পেয়েছে কোন এক দরিদ্র কিশোরীর আত্মকথা , আবার কখনো তিনি বলেছেন গ্রামের চরম দরিদ্রতার সঙ্গে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কোন এক জনম দুঃখিনীর মায়ের কথা। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা সবসময় খুঁজে পেয়েছি সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষের নানা অজানা কথা।

তাই বলা যায় বাংলা সাহিত্যের নিসর্গ পল্লীরচনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দান অনশীকার্য, শুধু তাই নয় সুস্পষ্ট পল্লিচিত্র ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রের মধ্যেও পল্লীর সৌন্দর্যতাকে মিশিয়ে তার ছোট গল্পগুলিকে পল্লীচিত্র পর্যায়ে সুন্দরভাবে নামাঙ্কিত করেছেন। যার ফলে শুধুমাত্র পল্লীসাহিত্যেক হিসাবে নয় ,মানবদরদী হিসাবেও তিনি বাংলা সাহিত্যে তথা পাঠক সমাজে আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিম্নে তার রচনাকৃত ছোটগল্পে কিভাবে প্রান্তিক ও বঞ্চিত সমাজের নারীর স্থান চিত্র প্রতিয়মান হয়েছে তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

নির্দেশক শব্দ: অস্পৃশ্যতা, অসম্মান, নারী, বঞ্চিত, প্রতিষ্টিত

মূলবিষয়

শরৎচন্দ্র নারী চরিত্র সৃষ্টিতেই যে সব থেকে বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন, সে বিষয় সমালোচকেরা একমত। শরৎচন্দ্রের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও নারীর জীবনদৃষ্টি চরিত্র চিত্রণেই সার্থকথা লাভ করেছে। আমাদের দেশে নারীকে যে কিভাবে সমাজের অন্যায় অবিচারের শিক্ষার হতে হয় ,তার প্রতক্ষ অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রের ছিল । যে সব নারী ক্ষণিক দারিদ্রোর চাপে কিংবা প্রতিকূল অবস্থায় কুলত্যাগ করে, তাদের প্রতি সমাজের যে নির্মম অবহেলা তা লেখক শরৎচন্দ্রের হৃদয়কে বিশেষ ভাবে আক্রান্ত করেছিল।

"অভাগীর স্বর্গ "র অভাগী, "মেজদিদি" র হেমাঙিঘনী, "আধারে আলো"র বিজলী প্রভৃতি ছোটগল্পে নারী চরিত্র গুলির মধ্যে নারীর অদৃষ্ট সমাজের অন্যায় অবিচারে দুর্গত জীবন চিত্রিত হয়েছে তারি আলোচনা স্বরূপ 'অভাগীর স্বর্গ ' ছোটগল্পের অভাগীর চরিত্রটি তুলনা করা যায়। এই গল্পে উচবর্ণ শাসিত পল্লীসমাজের পটভূমিকায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নিচুতলার মানুষের জীবনের করুন চিত্র ,তারি মধ্যে অভাগী পেলো শুধু বঞ্চনা , ব্যর্থতা আর অবহেলা। অভাগী যার স্বামী থাকতে তাকে বিধবার মতো জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। জীবনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে অথচ সতিত্বের গৌরব তারও কমনয়। দুলে পরিবারের বউ হওয়ার সত্ত্বেও সে দ্বিতীয় বার বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাক্ষান করেছে। ছেলের হাতের আগুন পেয়ে বামুনের মায়ের মতো সেও স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছা পূরণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই দরিদ্র অভাগী তার দারিদ্রতা আর সমাজের কুপ্রথার বাধায় তার সেই শেষ ইচ্ছাও ব্যর্থ হয়েছে। সমাজে নারীজাতির যে একটা লজ্জা সংকোচ আত্মমর্যাদার স্থান আছে সেটা নারীদের কাছে দূষপ্রাপের মতো। মানি - মানিক্য মহামূল্য বস্তু ,কেন না সেটা দূষপ্রাপ্য। এই হিসেবে নারীর মূল্য বেশি নয়। এই সমস্ত ছোটগল্পের নারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র শুধু এদেশের নারীদের বঞ্চনা, শোষণ উৎপীড়নের জর্জরিত রূপ চিত্রিত করেননি , সাময়িক বিচ্যুতির জন্য নারীকে জন্মের মতো অপরাধীরূপে চিহ্নিত করে তাকে সমাজের সমস্ত অধিকার ও মনুষ্যতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা কতদূর যুক্তিসংগত, এই প্রশ্নে পাঠকদের মনকেও আলোড়িত করে তুলতে চেয়েছে।

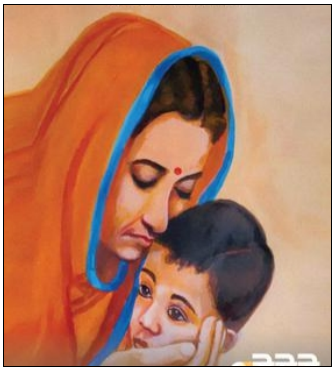

গল্পকার শরৎচন্দ্রের লেখা 'মেজদিদি' গল্পটিতে হেমঙ্গীনির অসাধারণ দুসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি অনাথ ছেলেকে নিজের মাত্রী স্নেহ, ভালোবাসা দেওয়ার জন্য পরিবারের সকলের বিরুদ্ধে উঠে দাড়িয়েছে। হেমঙ্গীনির এই সাহসীকতাই ফুটে উঠছে 'মেজদিদি' গল্পে। সেও একজন গৃহস্ত পরিবারে বধূ কিন্তু পরিবারিক কর্তব্যের কারণে সে তার ব্যক্তিত্বকে অবুলুপ্ত হতে দায়নি।

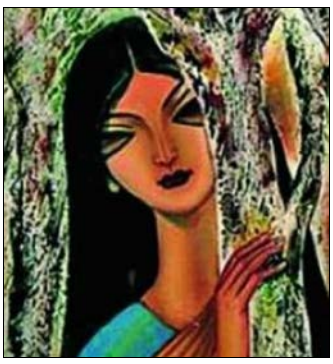

শরৎচন্দ্রের লেখা আর একটি ছোটগল্প

'আঁধারে আলো' এই ছোটগল্পে বিজলী চরিত্রটি যদি দেখি সেখালে এক অপরূপ যুবতী সুন্দরী পেশায় কি না নর্তকী। এই নর্তকী হওয়ার কারণে সত্যেন্দ্র বিজলীকে ঘৃণার নজরে দেখেছে , এবং একজন অপরাধি বলে মনে করছেন। সত্যেন্দ্র যে নারীর রূপ দেখে নিজের বৈবাহিক জীবন ভুলে বিজলীর একঝলোকে মোহিত হয়েছিল, একমুহূর্তে নিজেকে ভুলে গিয়ে হৃদয়ের এককনে তাকে স্থান দিয়েছিল। পশ্চাৎ সেই নারীর কার্য দেখে তার ছোয়া জলপান করাতেও অস্বীকার করেছে। শুধু তাই নয় দ্বিতীয় বার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও আমান্য করেছে। বিজলী নর্তকী বলে সত্যেন্দ্রর মন পাইনি।কিন্তু বিজলী সত্যেন্দ্রকে অন্য পুরুষদের থেকে আলাদা মনে করে নিজের হৃদয়ের স্থান দিয়েছিল এবং তাকে ভালোবেসেছিল। তাকে ভালো বেসেছিলো বলেই সত্যেন্দ্র ছেড়ে যাওয়ায় বিজলী শেষে তার এই নর্তকী জীবন ত্যাগ করে একটি সাধারণ জীবন অতিবাহিত করবে স্থির করে এবং পরবর্তীতে এই নড়কে ফিরে আসবে না বলে প্রণ করে। যে উচ্চ বর্গের ব্যক্তিরা এই অসম্মান লাঞ্চনা হীন নারীর নৃত্য দেখতে মোহিত তাদের চরিত্র নিয়ে কারোর কোনো মাথাব্যথা বা ব্রুক্ষেপ নেই। আসলে একটি নারীর রূপ , গুন সব বৃথা হয়েযায় তার চরিত্রে। এই সমাজ দেখলে শুধু তার কার্যটি দেখলেনা তার প্রয়োজনীয়তা।

শরৎচন্দ্রে অবশ্য সামাজিক নীতি ও ধর্মকে লঙ্ঘণ করে কখনোই নারীর স্বাতন্ত্র্যকে উগ্র আদর্শ বা মতবাদরুপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্টা হননি। তিনি শুধু তাদের প্রতি সমাজের অন্যায় সম্পর্কে পাঠকদের মনে সহানুভুতি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে। এইভাবে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের মধ্যে আমাদের গৃহস্ত পরিবারের নারীর বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে।

উপসংহর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একজন অন্যতম ছোটগল্পকার হিসেবে তার নাম খুবই উল্লেখযোগ্য ,শুধু তাই নয় তিনি পাঠক সমাজে একজন সরল ও সার্থক সাহিত্যক হিসেবে গণ্য।

তার রচনার পরিসীমা খুবই সুবিহৎ নয়, তবুও তার রচনা গুলিতে তৎকালীন সমাজের নারী জীবনের প্রকৃত সমস্যা গুলিকে সুগভীর ভাবে তুলে ধরতে তিনি সচেষ্টা হয়েছিলেন। জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর সমাজিকতাকেও তিনি তাঁর লেখনীতে অবাধে ফুটিয়ে তুলেছেন সেই সঙ্গে অতন্ত্য পীড়িত, গ্রাম্য জীবনের দুর্দশাময় নানান চরিত্রকে তাঁর নিজেস্ব রচনাগুনে করে তুলেছেন প্রকীয়াময় ও অনবদ্ধ। তিনি শুধু মাত্র উপন্যাসীন হিসেবে খ্যাত নন, মূলত তাঁর গল্প রচনার গুনেও আপামর বাঙালি জনমানবের খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর বেশিরভাগ গল্পই গর্মজীবনের পারিবারিক সম্পর্কের দ্বন্ধতা , ঘাত প্রতিঘাত , জাতিভেদ এমনকি অস্পৃশ্যতাও একটি উচ্ছস্থানে অধিকার করেছে , ফলে তৎকালীন সমাজের বাস্তবচিত্র পরিস্ফুটনে শরৎচন্দ্র সর্বাগ্রে স্মরণীয়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলাযায় তিনি তাঁর সরল লেখনীর দারা পাঠকসমাজের মনে সরল এক পরিচিতি দান করেছেন। সব শেষে এ কথা বলা যায় আলোচ্য কয়েকটি গল্পে কাহিনীর সরলতা ছাড়াও তৎকালীন সমাজের প্রান্তিক ও বঞ্চিত সমাজের নারীকে গল্পকার কি ভাবে তাঁর রচনায় অন্বেষন করেছেন তাই উপরোক্ত আলোচ্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

গ্রন্থপুঞ্জি

1. শরৎচন্দ্র: পূনবিচার - তরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রকাশক: সুধাংশুশেখর দে,দেজ পাবলিশার।
2. বঙ্গসাহিত্য উপন্যাসের ধারা শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক: মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম প্রকাশ: ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।
3. শরৎসাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজ - জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক: বামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৪০৫।